বাবরের প্রার্থনা :—

প্রঃ— বাবরের প্রার্থনা কবিতায় ইতিহাসের মোড়কে কবির সমকাল কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা আলোচনা করো। ১৪

উঃ— বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে 'কৃত্তিবাস' বা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে নতুন এক রোমান্টিক জগতের পদচারনা শুরু হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। তাঁর কবিতায় সমাজ ও সমকাল গভীর ভাবে উঠে এসেছে। প্রত্যেকটি কবি সাহিত্যিকেরই লেখায় সমাজ ও সমকাল ধরা পড়ে না এমন নয়, কিন্তু শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে এটি বোধ হয় বেশি করে প্রযোজ্য, কেননা তিনি তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেনের চেয়েও বোধ হয় বেশি করে নিতেন সমাজ এবং সময়কে। সে কারনে তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে এক সমসকালের বানী।

কবি শঙ্খ ঘোষের অন্যতম বিখ্যাত "বাবরের প্রার্থনা" (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থটির অন্যতম কবিতা ~~বা~~ 'বাবরের প্রার্থনা'টি কেবল কবির বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বাবরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা হয়ে উঠেছে বৃহত্তর প্রার্থনা। কবিতাটির নামটি বেশ চমকপ্রদ। ব্যক্তিটি ~~[illegible]~~ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হলেও যখন ওই প্রার্থনা শব্দটি যোগ হয় তখন এটি আর মুসলিম অনুষঙ্গের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। কবিতার শুরুতে রয়েছে—

"এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"

এখানে কেবল আমরা দেখতে পাই, একজন পিতার তার সন্তানের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। আমরা ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরালে জানতে পারি যে, বাবরও তাঁর সন্তান হুমায়ুনের জন্য শারীরিক সুস্থতা কামনা করে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন।

এ কবিতাতেও দেখি যে, এই ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের আড়ালে কবি তাঁর ব্যক্তি জীবনকে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং শেষে ঐতিহাসিক জীবন ও ব্যক্তি জীবন উত্তীর্ণ হয়ে (এটি) বৃহত্তর এক ভবিষ্যত সমাজের প্রার্থনায় পর্যবসিত হয়েছে। বিশেষ কবিতাটির রচনা সম্পর্কে জানতে পারি যে, সময়টি ছিল ১৯৭৪ ~~[illegible]~~ তখন দেশে জরুরি অবস্থা। কবির বড় মেয়েটি বেশ অসুস্থ ছিল তখন, ডাক্তাররা ভালো করে রোগ ধরতে পারছেন না, শুয়ে আছে অনেক দিন ধরে, তার মুখের লাবন্যও মিলিয়ে যাচ্ছে অথচ তখন তার ফুটে ওঠার বয়স।

বাবরের প্রার্থনা — ২

কবি একদিন যাদবপুর ক্যাম্পাসের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দিনের ক্লাস আর অন্যের ক্লাসের অগ্নিমুখের মাঝখানে অনিশ্চিত স্বর্ণ বিকেলে। বন্ধুরা কেউ সঙ্গে নেই সেদিন। পশ্চিম থেকে পূর্ব রাস্তার ওপর পায়চারি করতে করতে মনের ছবির সঙ্গে মনে ভিড় করে আসে ক্যাম্পাসের অনেক পুরানো ছবি। দু একটি ছেলেমেয়ে কখনও কখনও পাশ দিয়ে চলে যায়, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় একদিন আগেও এখানে যখন প্রখরতা কলরবে উঠত নানা সময় তা যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে আজ। কেবল যে এখানে তা নয়, গোটা দেশ জুড়েই, (~~এই যে গোটা দেশ জুড়েই~~) কবি তাঁর ব্যক্তি মানসের সমস্যাটি নিজের সন্তানের অসুস্থতার ভাবনাটি তাঁর কবিতায় রূপ দিয়েছেন ঠিক কথা, কিন্তু এই ব্যক্তি সমস্যা অথবা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বাবরের প্রার্থনা কল্পনার মধ্যে দিয়ে তিনি ~~এমন~~ এমনভাবে সমকালকে মিলিয়ে দিয়েছেন যা অন্যান্য কবিতার থেকেও এটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দেয়।

আমরা জানি, ১৯৭৫ সালের ২৬ শে জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল, তার আগের বছর কবিতাটি লেখা হলেও দেশের পরিস্থিতি কিন্তু খুব একটা সুখকর ছিল না, কবি সেই সময়কালকে দেখে মনে করছেন যে বড়ো অস্থির এ সময়। এভাবে যদি সমাজ চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তা কখনই সুখকর নয়। বাংলা তথা ভারতবর্ষের সন্তানরা অল্প বয়সেই বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যার মধ্যে পড়ে যেন শেষ হয়ে যেতে চলেছে। যখন তাদের বিকাশের সময় তখন যে যৌবনের কালে কবির কন্যা অথবা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বাবরের সন্তান হুমায়ূনের বিকশিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাদের নানান অসুস্থতার কারণে তা হয়নি। তাই বাবর বলছেন —

"কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা !"

এ প্রার্থনা একজন পিতার প্রার্থনা সন্তানের জন্য, ভবিষ্যত প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কবি ঐতিহাসিক বিষয়কে উপস্থাপন করলেন কবির বর্তমান সময়ের সংকটকালে। তিনি তাঁর কল্পনার মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গকে নিজের জীবনের ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে

P.T.O

দিয়েছেন। কিন্তু কবিতাটি আমরা পাঠের শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই, বাবর কিংবা কবির সন্তানের জন্য প্রার্থনা এবং তাঁদের আত্মানুশোচনা ও অনুসন্ধান কেবল ব্যক্তি ক্ষেত্রে আবদ্ধ না থেকে তা বৃহত্তর ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছেছে।

কবি সামাজিক রাজ্যে এই হানাহানি, কাটাকাটি, চারিদিকে অরাজকতার জন্য দায়ী করেছেন তাদের মতো সমাজের যারা অগ্রজ তাদেরই কর্মফলে বোধ হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই সংকটের মুখে পড়েছে। বাবর ~~যেমন~~ তাঁর সন্তানের দুর্ভোগের জন্য, দুর্গতির জন্য যেমন নিজের লালসা, জয়উল্লাস, বিলাস-বৈভবকে দায়ী করেছেন, হয়তো তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পিতা অর্থাৎ সমাজের ধারক বাহক তাদেরকেও দায়ী করেছেন কবি। মানুষ তার নিজেরই কর্মে নিজেরই অজান্তে কখন যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সর্বনাশ ডেকে আনে তা নিজেরাই বোঝে না, কিন্তু এই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম না টিকলে আগামী দিনে এক ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে। কেননা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে গেলে এ যাবতীয় ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য কোনো কিছুই ভোগ করার কেউ থাকবে না, কাজেই কবি বাবরের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বলেছেন —

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

এ প্রার্থনা কেবল ভবিষ্যৎ সন্তানের শুভকামনায় বাবরের প্রার্থনা নয়, এ প্রার্থনা কবিরও প্রার্থনা, সেই সঙ্গে কবি সমগ্র সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শুভকামনায় এই প্রার্থনা করেছেন ইতিহাসের অনুষঙ্গ বাবরের মধ্য দিয়ে।